দৈনিক বাংলা

তারিখ 13 OCT 1993
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

৪১

শিক্ষা বিষয়ক জাতীয় কমিটির সভায় প্রধানমন্ত্রী

অশিক্ষার অভিশাপ দূর করতে সবাই এগিয়ে আসুন

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেছেন, নিরক্ষরতার অভিশাপ দূর করতে শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে যা জাতি এবং জনগণের বহু সমস্যা সমাধানে সহায়তা করবে।

তিনি বলেন, সবার জন্য শিক্ষার লক্ষ্য নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সরকারের প্রচেষ্টার পাশাপাশি দলমত নির্বিশেষে সকল সামাজিক শক্তিকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী মঙ্গলবার ঢাকায় আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে জাতীয় শিক্ষা কমিটির প্রথম বৈঠকে সভানেত্রীত্ব করছিলেন। তিনি এ কমিটির চেয়ারপার্সন। খবর বাসস'র। বেগম খালেদা জিয়া বলেন, সবার জন্য শিক্ষার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য একটি বাস্তবধর্মী ও গ্রহণযোগ্য জাতীয় কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে।

এর আগে কমিটির সদস্য ও পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান এস এম আল হোসাইনী কমিটির সদস্যদের সামনে সবার জন্য শিক্ষা জাতীয় কর্মপরিকল্পনার একটি খসড়া তুলে ধরেন এবং তা ব্যাখ্যা করেন।

জনাব হোসাইনী বলেন, দু' হাজার সাল পর্যন্ত নির্ধারিত সবার জন্য শিক্ষা বস্তুত একটি

(৩-এর পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

অশিক্ষার অভিশাপ দূর করতে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

সাত বছরব্যাপী বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা। এর জন্য ১৯ হাজার কোটি টাকার প্রয়োজন হবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আলোচনা ও পরামর্শের জন্য কমিটির সদস্যদের আবার বসতে হবে এবং সবার জন্য শিক্ষার জাতীয় কর্মপরিকল্পনাকে বাস্তবসম্মত এবং সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য করে তুলতে হবে।

তিনি প্রাথমিক শিক্ষাকে শিক্ষার ভিত হিসাবে উল্লেখ করেন এবং বলেন, শিক্ষার ওপর সর্বাত্মক গুরুত্ব দেয়া হবে যাতে এর সাফল্যজনক বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগণের অসংখ্য সমস্যা দূর করা যায়। সাম্প্রতিক উদ্ভাবিত শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচীর প্রসঙ্গে বেগম খালেদা জিয়া বলেন, এ কর্মসূচীর প্রসার ঘটানো হবে এবং দারিদ্র্যপীড়িত এলাকার বিদ্যালয়গুলোকে প্রথমেই এ কর্মসূচীর আওতায় আনা হবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন; কারোরই এ কর্মসূচীকে সংকীর্ণ দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা উচিত ন এবং এ কর্মসূচীকে সফল করার জন্য তিনি সকলের সহায়তা কামনা করেন; কেননা র শুরুতেই ইতিবাচক ফলাফল দেখা দিয়েছে।

বেগম খালেদা জিয়া আরো বলেন, তার সরকার স্কুলের দরিদ্র ছেলেমেয়েদের পোশাক সরবরাহের বিষয় বিবেচনা করছে।

প্রধানমন্ত্রীর বিভিন্ন জনসভায় স্কুলের ছেলেমেয়েরা স্কুলগুলোর জাতীয়করণ করার যে দাবী তুলেছে সে প্রসঙ্গে বেগম খালেদা জিয়া বলেন, এসব বন্ধ করা উচিত। তিনি আরো বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট, আন্দোলন ও অন্যান্য অযৌক্তিক দাবী তোলা বন্ধ করা উচিত এবং সবার জন্য শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনের স্বার্থে বিরোধীদলসহ কোন মহলকেই এ ধরনের কর্মকান্ডে সমর্থন যোগানো উচিত নয়। বেগম খালেদা জিয়া শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য স্কুলের শিক্ষকদের পেশাগত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ এবং স্কুলে নিয়মিত উপস্থিতির নিশ্চয়তা বিধানের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

প্রধানমন্ত্রী অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী ও কর্মকর্তাদেরকে স্ব স্ব এলাকার স্কুলগুলোর শিক্ষা ব্যবস্থা ও অন্যান্য কার্যক্রমের ব্যাপারে খোঁজখবর রাখার আহবান জানান। তিনি সরকারের চলতি সকল কর্মসূচীকে সফল করার লক্ষ্যে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করার জন্য সকলের প্রতি আহবান জানান।

নিজামুদ্দিন এমপি, খুরশীদ জাহান হক এমপি, আজিজুল হক এমপি, ম্যামা চেং এমপি, শেখ আনসার আলী এমপি, সেলিমা রহমান এমপি, এনামুল হক এমপি, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের সচিব রকিবউদ্দিন, সমাজকল্যাণ সচিব কে এম ফরিদউদ্দিন, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক শামসুল হক, প্রেসিডেন্টের সাবেক উপদেষ্টা আলমগীর কবীর, বাংলাদেশ সাক্ষরতা সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ওসমান গনি, ফিরোজ নুন, কাজী রফিকুল আলম এবং শেখ আবদুল হালিম বৈঠকে বক্তৃতা করেন।